জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
এর
বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেটে স্থাপিত শিল্প ইউনিট পরিদর্শন প্রতিবেদন

১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ৯.৩০ টায় জনাব মোঃ আবদুল হালিম, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন, এসএফসিএল এবং এসএফপি-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভা এবং শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি ও শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প পরিদর্শন শেষে বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি বেলা ১১.৪৫ টায় বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেটে উপস্থিত হন। পরিদর্শনকালে জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপ-সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং জনাব দীপঙ্কর রায়, সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব) সচিব মহোদয়ের সফর সঙ্গী হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

(০২) শিল্পনগরীর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন:

সচিব মহোদয় বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট এর এবং ফিজা ড্রাই ফুড ইন্ডাস্ট্রিজসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর মালিক পক্ষের প্রতিনিধি জানান যে, তারা মেকানাইজড কৃষির বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি যেমন-পাওয়ার টিলার, বয়লার, ক্রপস ড্রাইয়ার, শস্য কর্তন ও মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেন। তাদের উৎপাদিত পাওয়ার টিলারের যথেষ্ঠ বাজার চাহিদা থাকলেও অনেকেই চায়না থেকে এটা আমদানি করে বাজারে বিক্রি করছে। চায়না থেকে আমদানিকৃত পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির মান তাদের উৎপাদিত যন্ত্রপাতির মানের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির দাম অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তারা দামের দিক থেকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উৎপাদিত যন্ত্রপাতির উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত ট্যাক্সকে মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

ফিজা ড্রাই ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ এর মালিক বলেন যে, বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেট-এ শিল্প স্থাপন করার সময় বিসিক অফিসের বোর্ডে উল্লিখিত সেবাদির কিছুই পাওয়া যায় না। সিটি কর্পোরেশন পরিবেশ রক্ষায় কোন রকম সাহায্য করে না, ড্রেনেজ সিস্টেম যথাযথ নয়, গ্যাসের সংযোগ যথাযথভাবে পাচ্ছেন না, সার্ভিস চার্জ বেশি ইত্যাদি সমস্যাসমূহের বিষয়ে সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফিনিশড প্রোডাক্ট এর চেয়ে কাঁচামালের ট্যাক্স বেশি। তিনি আরও বলেন, কাঁচামালে উচ্চ হার এবং ধার্যকৃত করের কারণে আমদানীকারকের ফিনিশড পণ্যের দাম কম হওয়ায় উদ্যোক্তারা উৎপাদনে যেতে পারছে না।

(০৩) মতবিনিময় সভার আলোচনা:

শিল্প নগরী পরিদর্শন শেষে সচিব মহোদয় বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিল্প মালিকগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মতবিনিময় সভায় জনাব স্বপন কুমার ঘোষ (যুগ্মসচিব) ও পরিচালক (অর্থ), বিসিক, ঢাকা, জনাব বাবুল চন্দ্র নাথ, আঞ্চলিক পরিচালক (ভারঃ), বিসিক, চট্রগ্রাম, জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন, সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট, জনাব সৈয়দ বখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারঃ), বিসিক, সিলেট, জনাব শেখ ফজলুল হক, উপ-ব্যবস্থাপক ও শিল্পনগরী কর্মকর্তা (অঃ দাঃ), শিল্পনগরী, খাদিমনগর, সিলেট, ও জনাব মোঃ ফজলুল করিম, প্রমোশন অফিসার ও সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (অঃ দাঃ) মৌমাছি পালন কর্মসূচি, বিসিক, সিলেট, জনাব মোঃ আবিদুর রহমান খান, টেকনিক্যাল অফিসার ও শিল্পনগরী কর্মকর্তা (ভারঃ), গোটাটিকর, সিলেট এবং শিল্প উদ্যোক্তা/মালিকগণ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে সচিব মহোদয় উপস্থিত সকলের সাথে পরিচিত হন। পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে মতবিনিময় সভা শুরু করা হয়। অতঃপর জনাব সৈয়দ বখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারঃ), বিসিক, সিলেট স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি সম্মানিত সচিব মহোদয়কে শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (জেলা অফিস), বিসিক, সিলেট ও শিল্পনগরী, গোটাটিকরের মালিকগনের পক্ষে উক্ত সভার আয়োজন ও উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শিল্পনগরী, গোটাটিকর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করেন।

০১	শিল্প নগরীর স্থাপনকাল:	১৯৬৪-১৯৭৮ খ্রিঃ
০২	মোট জমির পরিমাণ:	২৪.৮৯ একর
০৩	প্রতি একর জমির মূল্য (নগদে):	২৮৯.৫০ লক্ষ টাকা
০৪	মোট শিল্প প্লট সংখ্যা:	১৩৪ টি

০৫	বরাদ্দকৃত প্লট সংখ্যা:	১৩৪ টি
০৬	বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প ইউনিট সংখ্যা:	৭২ টি
০৭	চালু শিল্প ইউনিট সংখ্যা:	৬৬ টি
০৮	বন্ধ শিল্প ইউনিট (সংখ্যা):	৬ টি (০৫ টি মামলাধীন, এবং ০১ টি মামলা নিষ্পত্তিকৃত)
০৯	শিল্প কারখানায় মোট বিনিয়োগ:	১১৭ কোটি টাকা
১০	বার্ষিক পণ্য উৎপাদন:	২৩০ কোটি টাকা
১১	মোট কর্মসংস্থান:	৪,৪০০ (পুরষ ৩৬৮২ এবং মহিলা ৭১৮ জন)
১২	শিল্প নগরীতে উৎপাদিত পণ্যের বিবরণ:	কৃষি যন্ত্রপাতি, স্টিল ফার্নিচার, অ্যালুমিনিয়াম সীট ও তৈজসপত্র, হিমায়িত সবজি ও আলু, ফিল্টার (গাড়ীর যন্ত্রাংশ), ব্রেড, বিস্কুট, ঔষধ, চাউল, মিষ্টি, দই, ইউনানী ওষুধ, আটা, ময়দা, রুটি, কেক, চিড়ামুড়ি, মটর সাইকেল ও অটো রিকসা সংযোজন ইত্যাদি।

শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক সিলেটের উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভারঃ) সভায় জানান যে, শিল্পনগরী, গোটাটিকরের সেটআপ অনুযায়ী ০২ কর্মকর্তা ও ০৫ জন কর্মচারীর মধ্যে বর্তমানে ০১ জন শিল্পনগরী কর্মকর্তা (ভাঃ), এবং ০২ জন কর্মচারী আছেন। বিসিকের বকেয়া পাওনা যেমন- জমির কিস্তি, সার্ভিস চার্জ, ভূমি উন্নয়ন কর, পানির বিল ও অন্যান্য খাতে মোট আদায়যোগ্য ৩৯০.৬২ লক্ষ টাকা এবং মোট আদায়কৃত ৩৭৯.৪৮ লক্ষ টাকা অর্থ্যাৎ ৯৭% আদায় হয়েছে। এছাড়া অত্র শিল্পনগরীতে ০৬ টি শিল্প ইউনিট মামলাধীন/বন্ধ আছে। উক্ত বন্ধ শিল্প ইউনিটগুলোর মধ্যে ০১ টির মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে যা পরবর্তী ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় উপস্থাপন করে বিধি মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং অপর ০৫ টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ০১ টি শিল্প ইউনিটের মালিকের সাথে ব্যাংক, উদ্যোক্তা ও স্থানীয় বিসিক কর্তৃপক্ষের ত্রিপক্ষীয় আলোচনা করে শিল্প ইউনিটটি পুনরায় চালুর ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। একইভাবে অবশিষ্ট মামলাধীন ০৪ টি শিল্প ইউনিটের মালিকগনের সাথেও আলোচনা চলমান আছে। আশা করা যায়, ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে বন্ধ/মামলাধীন শিল্প ইউনিটগুলো পর্যায়ক্রমে চালু করা যাবে।

জনাব আলীমুল এহসান চৌধুরী, সাধারন সম্পাদক, শিল্প মালিক সমিতি, বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট শিল্প মালিকগণের পক্ষে বলেন যে, বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত সার্ভিস চার্জ হ্রাস করার জন্য সচিব মহোদয় অনুরোধ করেন। বর্তমানে সার্ভিস চার্জ প্রতি বর্গফুট ৩.০০ টাকা যা ৪.৫০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি দ্বৈত কর প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন। কাজী মঈনুল হোসেন, সভাপতি, শিল্প মালিক সমিতি, বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট বলেন যে, শিল্পনগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে শিল্প কারখানাসমূহ অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কেননা বর্ষাকালে বিদ্যমান ড্রেনেজ সিস্টেমের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির পানিসহ শিল্পনগরীর পানি দ্রুত নিষ্কাশিত না হওয়ায় কারখানার ফ্লোরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই তিনি নাজুক ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে বিসিক সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বিতভাবে সমস্যা সমাধান করতে পারে। আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক, সিলেট বলেন যে, শিল্প নগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ের জন্য ৩০ লক্ষ টাকার টেন্ডার হয়েছে এবং শিল্পনগরীর প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমব্রেলা সার্ভিসের আওতায় আনার জন্য ১.৫০ কোটি টাকার সংস্থান হয়েছে। রাস্তা উন্নয়নের কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।

আলীম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিনিধি বলেন যে, যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তাদের প্লটগুলো যদি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে বিসিকের প্লটগুলোর সদ্ব্যবহার হবে এবং দেশও লাভবান হবে। এ ব্যাপারে তিনি লাভজনক ও রুগ্ন প্রতিষ্ঠান যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা করতে পারে বলে সচিব মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সচিব মহোদয় বলেন যে, ব্যাংকের সাথে ত্রিপক্ষীয় সভা করে রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণ এবং রুগ্ন ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক পরিচালক, সিলেট এ বিষয়টি পরিবীক্ষণ করবেন। তিনি আগামী বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই সিটি কর্পোরেশনের সাথে পরামর্শ করে বিজ্ঞান সম্মত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিল্প মালিকগণ বিসিককে সহায়তা করবেন। দ্বৈত কর (ডাবল ট্যাক্স) এবং স্থানীয় কর (লোকাল ট্যাক্স) বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শিল্পনগরী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিসিকের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেয় সেবাসমূহ গুরুত্ব সহকারে পরিবীক্ষণ করা হবে। উদ্যোক্তাদেরকে যে সকল সেবা প্রদান করার কথা বিসিককে তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি শিল্প মালিকদেরকে জানান যে, সরকারের সেবা সরকারি লোকদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আমরা আপনাদেরকে সেবা দেয়ার জন্য কাজ করে যাব।

অতঃপর সচিব মহোদয় সভায় উপস্থিত বিসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিল্প মালিকগনকে ধন্যবাদ জানিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(০৪) সচিব মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা :

০১। মামলা নিষ্পত্তি করে বন্ধ থাকা শিল্প ইউনিটগুলি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে প্লট বাতিল করে/মালিকানা হস্তান্তর করে শিল্প ইউনিটগুলো চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

০২। ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় বিসিক কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং বিসিকের কর্মকর্তাগণ জেলা সমন্বয় সভায় নিয়মিত উপস্থিত হবেন।

০৩। পোষক সংস্থা হিসেবে অন্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এমন সকল শিল্প ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করতে হবে।

০৪। বিসিক কর্তৃক স্থানীয় উদ্যোক্তাদের রেজিস্ট্রিকৃত প্রোফাইল তৈরি করতে হবে।

০৫। উদ্যোক্তা খুঁজে বের করে রেজিস্ট্রেশন করাসহ তাদেরকে বাজার চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

০৬। স্থানীয় প্রয়োজনের নিরিখে ট্রেড পুন:নির্বারণ করতে হবে। যে সকল ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তার ডাটা বেইজ তৈরি করতে হবে।

০৭। শিল্পের ভবিষ্যত গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণের জন্য সময়াবদ্ধ মানসম্পন্ন ট্রেড নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

০৮। শিল্প মালিকদের যথাযথ সেবা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় বারবার যাতায়াত করতে হবে।

০৯। টার্গেট ও রেজাল্ট অরিয়েন্টেড কাজ করা, শতভাগ প্লট বরাদ্দ দেয়া, সমঝোতা করে হলেও মামলা মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

১০। দ্বৈত কর পরিহারের প্রস্তাব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১১। কাঁচামারের উপর ট্যাক্স কমিয়ে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২। শিল্প নগরী এলাকায় জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৩। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর সাথে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

১৪। বিসিক কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

০৫। বাস্তবায়নেঃ

ক) অতিরিক্ত সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়।
খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা।
গ) যুগ্মসচিব (বিসিক),শিল্প মন্ত্রণালয়।
ঘ) জেলা প্রশাসক, সিলেট।
ঙ) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, চট্টগ্রাম।
ঙ) শিল্প নগরী কর্মকর্তা, বিসিক, গোটাটিকর,সিলেট এবং
চ) সম্প্রসারণ কর্মকর্তা,বিসিক, গোটাটিকর,সিলেট।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সচিব মহোদয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
১৬.০২.২০২০
দীপঙ্কর রায়
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোন নম্বর: ০৮+০২ ৯৬৫৩৫৮২
ই-মেইলঃ ps2secy@moind.gov.bd

নং: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-৬৭৬/১২

তারিখঃ ০৩ ফাল্গুন ১৪২৬ / ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিতরণ, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব (বিসিক) শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিককে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা
৩) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রযুক্তি/বিপণন ও নকশা/অর্থ/প্রকল্প), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা
৪) জেলা প্রশাসক, সিলেট
৫) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭) উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৮) সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
৯) সিনিয়র সহকারী সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১০) আঞ্চলিক পরিচালক, বিসিক আঞ্চলিক অফিস, চট্টগ্রাম
১১) শিল্পনগরী কর্মকর্তা, বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট
১২) অফিস কপি।

১৬/০২/২০
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়